যুগান্তর

তারিখ 30 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রাজৈরে ভুয়া সনদে ১৩ বছর চাকরি করার অভিযোগ

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

মাদারীপুরের রাজৈরে ভুয়া সনদে ১৩ বছর ধরে মাদ্রাসায় কারী পদে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে মো. শহীদুল ইসলাম নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শহীদুল ইসলাম জানান, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমার সার্টিফিকেটই সঠিক আছে। তবে আমার দাখিল, স্কুল, ভোকেশনালসহ ৪টি সার্টিফিকেট আছে। প্রয়োজনে আমি অন্য জায়গায় চাকরি করবো। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, রাজৈর উপজেলার হোসেনপুর ইউনিয়নের বিদ্যানন্দী দাখিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ি কারী পদের শিক্ষক মো. শহীদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকরি করার অভিযোগ এনে মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও হোসেনপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বরাবরে ২০১৫ সালে লিখিত আবেদন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সুলতান মাহমুদ বিদ্যানন্দী দাখিল মাদ্রাসার সুপার মেহেদী হাসান ও ম্যানেজিং কমিটির বিদ্যুৎসায়ী সদস্য আবদুল খালেক মাতুব্বরকে নিয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শহীদুল ইসলামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। শহীদুল ইসলাম ২০০১ সালে দাখিল পরীক্ষার সনদপত্র দিয়ে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার হোসেনপুর ইউনিয়নের বিদ্যানন্দী দাখিল মাদ্রাসায় চাকরি পান। সরকারি চাকরি বিধিঅনুযায়ী বেতন ভাতাদি তোলার জন্য তিনি রাজৈরের টেকেরহাট অগ্রণী ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। অ্যাকাউন্ট নং-এন-৮০৯, ইনডেক্স নং-২০২৭৮৬১, বর্তমানে তার বেতন স্কেল ৭৩০০ টাকা। দাখিলকৃত সনদপত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০১ সালে গোপালগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দাখিল পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে জিপিএ-২.৪৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তার পরীক্ষার রোল নং p-১১৬১৮৯। জন্ম তারিখ ০১-০১-১৯৮৫ ইং। অন্যদিকে একই রোল নং এবং একই জন্ম তারিখে কাকলী আক্তার নামে এক পরীক্ষার্থীর সনদপত্র পাওয়া যায়।